|  |  |
| --- | --- |
| **TajMahal’s Spiritual Message** | **তাজমহলের আধ্যাত্মিক বার্তা** |
| Dr Syed ZafarMahmood, President, Zakat Foundation of India  [zakatindia.org](http://zakatindia.org) | ডা. সৈয়দ জাফর মহম্মদ, প্রেসিডেন্ট, জাকাত ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া |
| TajMahal is known all over the world for its singular beauty and as a symbol of ardent love. But, the third aspect of its celestial revelatory panorama remains mostly obscure from the public cognizance. | সাবা বিশ্বে তাজমহল তার একক সৌন্দর্য্য এবং উদ্দীপনাময় ভালবাসার প্রতীক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু, এর তৃতীয় স্বর্গীয় রিভালেটোরি প্যানোরামা জনগণের বোধগম্যতা থেকে বেশীরভাগই অষ্পষ্ট অবশেষ হিসাবে প্রতীয়মান। |
| 2.  On the gigantic double arches in all four sides of the Taj facade, carefully selected verses from the holy Quran are calligraphed each beginning from lower right side going all the way up, running to the left and creeping down till the left lower side. The calligraphy is made by jasper inlaid in white marble panels. Higher panels are written slightly larger to reduce the skewing effect when viewing from below. Inside the main chamber also such verses as well as ninety nine Arabic names of God are inscribed. | তাজমহলের সামনের অংশে চারদিকে যে বিশালাকার ডাবল আর্চ আছে সেগুলিতে যত্ন করে পরিত্র কোরানের ছন্দগুলি ক্যালিগ্রাফি করা আছে যেগুলি নীচের ডান দিক থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বাম দিকে অগ্রসর হয়ে উপরের দিকে উঠে আবার নীচের বামদিকে নেমে গেছে। এই ক্যালিগ্রাফিটি সাদা মার্বেলের প্যানেলে জাসপার খোদাই করা হয়েছে। উপরের দিকের প্যানেলগুলিতে এই লেখার আকারগুলি কিছুটা বড় আকারের হয়েছে যাতে নীচের দিক থেকে দেখা যায়। মূল কক্ষের অভ্যন্তরে গড-এর নিরানব্বইটি আরবি নাম খোদাই করা আছে। |
| 3.  From the mausoleum’s 223 feet height and 112 feet width one can make out the dimensional enormity of the eight marble arches on which the Quranic calligraphy is inscribed. Additionally there is similar marble inscription around the outer red stone gates each of which is 70 feet high. | সমাধিস্থলটি 223 ফুট উচ্চ এবং 112 ফুট চওড়া যার থেকে সকলেরই এর বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে যে আটটি মার্বেলের খিলান যার উপরে কোরান খোদাই করা আছে। এর অতিরিক্ত বাইরের দিকের লাল পাথরের গেট যেগুলি 70 ফুট উঁচু সেগুলিতেও মার্বেল পাথরের উপর খোদাই করা আছে। |
| **Adam, other Messengers and Books** | **অ্যাডাম, অন্যান্য বার্তাবাহক ও বই** |
| 4.  As per the message mirrored by TajMahal, Adam was the first man and the first messenger of God. As humanity progressed, God appointed fresh messengers in different parts of the world and in various phases of human history. To some of them He revealed His message that can be broadcast in the form of a scripture. | তাজমহল থেকে আমরা যে বার্তার প্রতিফলন পাই তা হলো অ্যাডাম হলো প্রথম মানব এবং আল্লাহের প্রেরিত দূত। মানবজাতির অগ্রগতির সাথে সাথে, আল্লাহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন অংশ আরো নতুন নতুন দূত প্রেরণ করেছেন এবং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে পাঠিয়েছেন। তাদের কয়েকজনের মাধ্যমে তিনি তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন যা এই বিভিন্ন খোদাই করা লিপি থেকে জানতে পারা যায়। |
| 5.  Each such message was meant for the entire humanity though these were clothed in the respective local languages of the recipient communities. Quran is in Arabic which was the language of Prophet Mohammad (peace be upon him) and his contemporaries in Arabia. Names of some of the earlier messengers and books have been mentioned in the Quran and many have not. Twenty-five messengers and three revealed books are mentioned by name. | এইধরণের প্রতিটি বার্তা সমগ্র মানব সমাজের উদ্দেশ্যে বর্ণিত এবং এগুলি স্থানীয় সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রচারিত। কোরান আরবি ভাষায় লেখা যা প্রফেট মহম্মদের (শান্তি বর্ষিত হোক) এবং তার সমসাময়িকদের ভাষা। পূর্বতন কয়েকজন দূত এবং কয়েকটি বইয়ের নাম কোরানে উল্লেখিত এবং বেশ কিছুর নাম উল্লেখিত নেই। পঁচিশজন দূত ও তিনটি প্রকাশিত বইয়ের নাম নাম সহ উল্লেখিত। |
| 6.  When chronologically appraised, the list of messengers begins from Adam and includes, among others, Abraham, Isaac, Ishmael, David, Jacob, Joseph, Moses and Christ. The books mentioned are Psalms, Old Testament and New Testament. Yet, God says that the human beings should believe in and revere all the messengers and all the revelations. This injunction verbatim forms part of the Quran (2.285). | যখন সময়ানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত, দূতের তালিক আরম্ভ হচ্ছে অ্যাডাম থেকে এবং অন্যান্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আব্রাহাম, আইজ্যাক, ইশামেল, ডেভিড, জ্যাকব, যোশেফ, মসেস এবং যীশুখ্রীস্ট। যে বইগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি হলো স্লামস, ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট। তবুও, আল্লাহ বলেন যে মানব জাতির এই দূতদের উপর বিশ্বাস রাখা উচিত। এই লিখিত বক্তব্যই হলো কোরানের অংশ (2.285) |
| **The Preserved Tablet - Sanctum sanctorum of all revelations** | **সংরক্ষিত ট্যাবলেট – স্যাংক্টাম সকল প্রকাশনার স্যাংক্টোরাম** |
| 7.  It is understood from Quran that even before God created life outside the heavens, He caused to be written, in what is known as the Protected Tablet (*LauhMahfooz*), His grand comprehensive message that was set to be revealed to humanity - intermittently and repeatedly - through a battery of messengers during the millennia to come. On the eve of beginning the earthly creation, this comprehensive message was brought down to the worldly sky. From there, it was revealed to God's messengers at various global locations in different languages, many times over, in different phases of human history. Thus, the Preserved Tablet is the sanctum sanctorum of all revelations. | কোরান থেকে এটা বোঝা গেছে যে আল্লাহ এই ব্রহ্মান্ডের বাইরে জীবন সৃষ্টি করার অনেক আগে, তাঁকে এটা লিখতে হয়েছিল, যা পরিচিত প্রোটেক্টেড ট্যাবলেট নামে (লাউহমেহফুজ), তাঁর মহান বোধগম্যযোগ্য বার্তা যা এই মানব সমাজে প্রকাশিত হয়েছিল – বিভিন্ন সময়ে এবং বারংবার – একদল দূতের মাধ্যমে যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পার্থিব সৃষ্টির শুরুতে, এই বোধগম্যযোগ্য বার্তা পার্থিবজগতে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখান থেকে এটি আল্লাহের দূতের মাধ্যমে এই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়েছিল, বিভিন্ন সময়ে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এইভাবে, প্রিজার্ভড ট্যাবলেট হলো সকল প্রকাশিতব্যের স্যাংক্ট্যাম স্যাঙ্কটোরাম। |
| **Purpose of creating humanity** | **মানবতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য** |
| 8.  God goes on to explain that humanity was created by Him to test the comparative levels of righteousness among the human beings, or absence thereof. Worldly life is temporary and insignificant, it is only a trial. The award or punishment for good or bad deeds done here will be given in the next life which will be everlasting and permanent. The final dwelling place will be either Heaven or Hell. That would be decided on the Day of Judgement when all human beings will be resurrected. | আল্লাহ ব্যাখ্যা করতে থাকেন যে মানবতার স্রষ্টা হলেন তিনিই যার মাধ্যমে তিনি মানবজাতির প্রতিদ্বন্দিতামূলক স্তরের সঠিক অবস্থান যাচাই করে থাকেন অথবা তা অনুপস্থিত কিনা তাও যাচাই করেন। পার্থিব জীবন অস্থায়ী এবং বৈশিষ্ট্যবিহীন, এটা কেবলমাত্র একটি পরীক্ষা। ভাল বা খারাপ কাজের পুরস্কার বা শাস্তি যা এই জীবনে সম্পন্ন হলো তা পরবর্তী জীবনে স্থানান্তরিত হবে যা হবে স্থায়ী ও চিরকালীন। চূড়ান্ত বসত স্থান হবে স্বর্গ অথবা নরক। যার সিদ্ধান্ত হবে ডে অফ জাজমেন্টে যখন প্রতিটি মানুষের পুনর্জন্ম ঘটে থাকে। |
| 9.  The moral of the story is that the human beings should try to be more and more righteous during their limited tenure in this world. | এই গল্পটির নীতিকথা হলো প্রতিটি মানুষকে তার পার্থিব জীবনে আরো বেশী বেশী করে সঠিকপথে জীবন পরিচালিত করতে হবে। |
| **Shahjahan’s service to mankind** | **শাহজাহনের মানবজাতির প্রতি সেবা** |
| 10.  This realization seems to have intensely dawned upon Emperor Shahjahan after the immature death of his beloved queen. So, in addition to creating a long lasting memorial for her - in brick, mortar and marble - the monarch also used the edifice to telecast his supernatural realization for the spiritual pleasure and benefit of the upcoming generations of humanity. | এই বোধ সম্রাট শাহজহান খুব বেশী করে অনুভব করেছিলেন তার প্রিয়তমা রানীর আকস্মিক মৃত্যুর পরে। তাই, ইঁট, বালি ও মার্বেল পাথরের একটি চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ তৈরী করার পাশাপাশি – সম্রাট তাঁর অতিপ্রাকৃতিক অনুভব প্রচার করার জন্য এই স্মৃতিসৌধটি ব্যবহার করেছিলেন যা আগত মানবজন্মের উপকারে লাগবে। |
| 11.  He expanded his architectural project to include imparting to the millions of prospective visitors to the shrine - and today's online surfers sitting in the cozy comfort of their houses and offices the world over - some nuances of God's Message to humanity. Proper appreciation thereof is sufficient to keep the day to day activity of human soul altruistically attuned toward the service of the fellow creatures, elevating it to a level much above the confines of mundane passion. | তিনি তাঁর স্থাপত্যটিকে বর্ধিত করেছিলেন যা এই সৌধটি দেখতে আসা লক্ষ লক্ষ দর্শকদের কাছে তার বার্তাটি পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন – আর তাই আজ আরামে ঘরের কোণে ও অফিসে বসে ইন্টারনেট সার্ফিং করতে করতে আল্লাহের মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত বার্তা জানতে পারেন। সঠিক উপলব্ধির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত মানব আত্মাকে জানানো পর্যাপ্ত হয় যা তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে স্থানান্তিরত হতে পারে এবং এই ভাবে একটি স্বাভাবিক আবেগের বন্ধনকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থান দিতে সক্ষম হন। |
| **Bill Clinton on TajMahal** | **তাজমহন প্রসঙ্গে বিল ক্লিন্টন** |
| 12.  President Bill Clinton had one said that there are two kinds of people in the world, those who have seen the TajMahal and those who haven’t. But, even Clinton didn’t know that appreciating mere marble beauty is not the full realization of the Taj. It’s intrinsic beauty is the Beauty of God manifested through its widespread Quranic calligraphy that was created by the Persian calligrapher Abdul Haq who came to India from Shiraz, Iran, in 1609. Shah Jahan conferred the title of "Amanat Khan" upon him as a reward for his dazzling virtuosity. | প্রেসিডেন্ট বিল ক্নিন্টন একবার বলেছিলেন যে এই পৃথিবীতে দুধরণের লোক বাস করে, একদল হলো তারা যারা তাজমহল দেখেছে আর অন্যদল হলো যারা তাজমহল দেখেনি। কিন্তু এমনকি ক্লিন্টনও জানতেন না যে এই মার্বেল পাথরের তৈরী সৌন্দর্যের প্রশংসা শুধুমাত্র তাজমহলকে পূর্ণ অনুভবের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য হলো ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য যা কোরানে উল্লেখিত ছন্দগুলি খোদাই করার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে, যে খোদাইয়ের কাজটি করেছিলেন পারস্য দেশের আবদুল হক যিনি 1609 খ্রীস্টাব্দে ইরানের শিরাজ থেকে ভারতে এসেছিলেন। শাহজাহন তার অপরূপ শিল্পবোধ ও শিল্পকর্মের জন্য তাঁকে আমানত খাঁ বলে অভিহিত করেছিলেন। |
| 13.  In the coffee table book published in 2018 by Zakat Foundation of India umpteen specific camera views of the TajMahal have been presented that focus the calligraphic beauty of the wonderful monument. Along side each photo view the theme of the Quranic engraving has been briefly summarized. For this purpose cues have been taken from well known translations and commentaries; may God bless the noble authors and their associates. Some of these divine injunctions are given as follows. | 2018 সালে জাকাত ফাউন্ডেশনের কফি টেবল বুকে তাজমহলের উপর ক্যামেরাতে ধরা নির্দিষ্ট খোদাই করা শিল্পকর্মগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রতিটি দিকের খোদাই করা শিল্পকর্মে সংক্ষিপ্ত আকারে কোরানের বাণীগুলি উল্লেখিত হয়েছে। এইজন্য বিশেষজ্ঞ অনুবাদক ও ধারাভাষ্যকারের কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, আল্লাহ সেই মহান লেখকবৃন্দ ও তাদের সহযোগীদের আশীর্বাদ করুন। তারমধ্যে কয়েকটি স্বর্গীয় বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। |
| **Code of conduct for human behavior** | **মানুষের আচার আচরনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মনীতি** |
| 14.  Among the Quran’s chapters enshrining the Taj is Surah Ikhlas (ch 112) which establishes the Oneness of the Creator i.e. the doctrine of Tawhid. It says that God is without equal, without origin and unlike anything else that exists. The fourth line, ‘Nothing is like Him’ is a fundamental statement of ‘tanzih’ i.e. divine exclusivity and inimitability - God as the incomparable. This surah was also inscribed on the Dome of the Rock at Jerusalem by Abd-al-Malik ibnMarwan . | কোরানের অধ্যায়গুলির মধ্যে সংরক্ষিত তাজ হলো সুরাহ ইখলাস (অধ্যায় 112) যা স্রষ্টার এককভাবকে প্রতিষ্ঠা করছে অর্থাত তাহহিদের নীতি। এতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সাম্যের বিপরীত, কোনো উত্স নেই এবং এই জগতে অস্তিস্ব আছে এমন কোনো কিছুর সঙ্গেই তার মিল নেই। চতুর্থ লাইন কোনো কিছুই তাঁর মতো নয় যার মূল বক্তব্য হলো তানজিহ অর্থাত স্বর্গীয় অনুপম ও অদ্বিতীয় – আল্লাহকে কোনো কিছুর সাথেই তুলনা করা যায় না। এই বাণী আবাদ-অল-মালিক ইবনমারওয়ান জেরুজালেমে ডোম অফ দি রক-এ খোদাই করা আছে। |
| 15.  In Surah Al-Takvir (ch 81) female infanticide has been declared punishable. Besides, through many Surahs the divine scheme and code of human conduct have been elucidated. The scripture say: God has breathed His spirit in each one of the human beings (38.72) casting duty upon him or her to imbibe some godly qualities. Over every possessor of knowledge there is one knowing more (12.76); thus nobody should be proud of what he knows. | সুরাহ অল-তকভির (অনুচ্ছেদ 81)-এ কণ্যাভ্রুণ হত্যাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, বিভিন্ন সুরাহ-এর মাধ্যমে স্বর্গীয় যোজনা ও মানব আচারআচরণের নির্দিষ্ট নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এই খোদাই করা লিপিতে উল্লেখিত, আল্লাহ প্রতিটি মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন (38.72) যার মাধ্যমে অর্পিত ঐশ্বরিক গুণাগুণ সম্পাদিত হবে। সকল জ্ঞানের ধারকবৃন্দের মধ্যে একজন অন্তত অন্যদের থেকে বেশী জানেন (12.76) আর এইজন্য প্রত্যেকের কখনই সে যা জানে তা নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। |
| 16.  God likes us being good hosts (12.59). God also likes prostration as expression of thanks to Him (2.58). In an individual’s wealth his needy relatives have a right (17.26). Contracts must be fulfilled, these will be asked for (17.34). On the day of judgement no intercession will be accepted from anybody (2.48). One should fear only God, none else (16.51, 27.10, 28.31). | আল্লাহ চান যে আমরা যেন সকলে উপযুক্ত গৃহকর্তা হয়ে উঠি (12.59)। আল্লাহ চান যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমরা যেন তা বর্ণনা করি। কোনো একজন মানুষের সম্পদে তার দুঃখকষ্টে থাকা আত্মীয়ের অধিকার থাকে (17.26)। পারস্পরিক সম্পাদিত চুক্তিগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে, এবং এগুলিরই সন্ধান করা হবে (17.34)। ডে অফ জাজমেন্ট-এ কোনো পারস্পরিক সমঝোতা গ্রাহ্য করা হবে না (2.48)। প্রত্যেকে কেবলমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় পাবে না (16.51, 27.10, 28.31)। |
| 17.  God talks of His great plan of networking the holiday humanity into prophetic communities and books to many of them (2.38). Before accepting a supplication God wishes the believer to exhaust all worldly effort (2.60). One is under divine command to lower the wings of humility to the parents (17.24). Before advising others for righteousness one should practice it oneself (2.44). | আল্লাহ তার পরিচিতের পরিধিতে মানবতার ছুটির মহান পরিকল্পনাকে ভবিষতবানী সম্পন্ন সম্প্রদায় ও বইগুলিকে ওদের মধ্যে বিতরণ করেছে (2.38)। সরবরাহ করার পূর্বে, আল্লাহ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসকারীর মধ্যে সমস্ত পার্থিব প্রচেষ্টাগুলি থাকতে হবে (2.60)। একজন থাকবেন সর্বোচ্চ আদেশের অধীনে যাতে তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সেগুলি বিস্তারিত করে দিতে পারেন (17.24)। অন্যকে সঠিক হতে বলার পূর্বে সকলের উচিত নিজে আগে সঠিক হওয়া। |
| 18.  Out of one’s earning and wealth one should keep for self only as much as is required for comfortable life, balance should be incurred on others’ well being (2.219). Extended family and neighborhood are basic units of society for utilitarian proactivity (2.177, 4.36, 17.26, 30.38, 33.6, 47.22). Wealth must keep on circulating in the society rather than remaining confined in a few hands (59.7). Duly observe the rights of the wombs that bore you (4.1). God helps those who help His cause (22.40). | একজনের উপার্জন ও উপার্জিত সম্পদ শুধুমাত্র তার নিজের জন্য তত পরিমাণেই রাখা উচিত যা তার জীবনে ন্যুনতম স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজন, এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যের ভালো থাকার জন্য ব্যয় করা উচিত (2.219)। বর্ধিত পরিবার ও প্রতিবেশী হলো সমাজের উপযোগবাদী প্রবণতার প্রাথমিক একক (2.177, 4.36, 17.26, 30.38, 33.6, 47.22)। সম্পদকে মুষ্টিমেয়র হাতে কুক্ষিগত না করে সমাজের মধ্যে আবর্তিত করতে হবে (59.7)। তোমাকে জন্ম দেওয়া গর্ভের প্রতি সঠিক কর্তব্য পালন করতে হবে (4.1)। আল্লাহ তাদেরকেই সাহায্য করেন যারা তার স্রষ্টাকে প্রতিপালন করে (22.40)। |
| 19.  Thus, a visit to the Taj should not be limited to appreciating its temporal charm commemorating somatic love between two humans but it should encompass learning and cherishing the divine injunctions inscribed on the monument and thus imbibing qualities of head and heart thus making oneself a better human being and a more useful world citizen. | এইকারণে, তাজমহল পরিদর্শন শুধুমাত্র এর স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য যা দুজন মানুষের মধ্যে হওয়ার প্রেমের স্মৃতিস্বরূপ গড়ে উঠেছে তা উপভোগ করা নয় বরং এই সৌধগুলিতে খোদাই করা স্বর্গীয় বাণীগুলি পড়া ও সেগুলিকে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়েই সার্থক হয়ে উঠবে এবং এইভাবে মস্তিস্ক ও হৃদয়ের যে গুণগত উত্কর্ষ সাধিত হবে তার মাধ্যমে সেইমানুষটি নিজেকে একজন উন্নততর মানুষ হিসাবে গড়ে তুলবে এবং একজন কার্যকরী বিশ্ব নাগরিক হতে সাহায্য করবে। |
| **Nigaah-e Shauq** | **নিগাহ-এ শৌক** |
| 20.  As per the Poet of the East, Dr Sir Mohammad Iqbal: | প্রাচ্যের কবি হিসাবে, ডা. স্যার মহম্মদ ইকবাল বলেছেন |
| *Kuchhaur hi nazaraatahaikaarobaar-e jahaan*  *Nigaah-e  shauq  agar  ho  shareek-e  beenaee.* | কুচ্ছৌর হি নজারতাহাইকারোবার-এ জাহান  নিগাহ-এ শৌক অগর হো শারিক-এ বীনায়ি |
| One finds the world to be an altogether different phenomenon,When one includes *Nigaah-e-Shauq* in one’s canvas of perception. | কোনো একজন এই বিশ্বকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা হিসাবে আবিস্কার করেন, আবার কেউ অন্তর্ভুক্ত করেন নিগাহ-এ-শৌক হলো একজনের অনুভুতির ক্যানভাস। |
| (Iqbal’s concept of *Nigaah-e-Shauq* means perceiving Godly design in all that one sees.) | (ইকবালের নিগাহ-এ-শৌক-এ ধারণা এসেছে যে সকলেই যা দেখতে পায় তার মধ্যেই আল্লাহের নকশা রয়েছে)। |